R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১১ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲ সডাক

২ লক্ষ টাকার গণ্ডগোল, বিডিও অফিসের ক্যাশিয়ার ফেরার

বিশেষ সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লক অফিসের ক্যাশিয়ার আজিজুস হককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি এ জি বি থেকে অডিট করতে এসে উক্ত ব্লকের খাতাপত্রের হিসাবে বহু গণ্ডগোল দেখা যায়। ডি সি আরের হিসাবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার গড়মিল ধরা পড়ে। সন্দেহ গিয়ে পড়ে ক্যাশিয়ার আজিজুল হকের উপর। কিন্তু ততদিনে তিনি বেপাত্তা হন। সাগরদীঘি থানায় একটি তহবিল তহরুপের কেস নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশ এনফোর্সমেন্ট বিভাগের হাতে পুরো কেস তুলেদেন। ক্যাশিয়ার আজিজুল হকের বাড়ী এই ব্লকের কড়াইয়া গ্রামে। সেখানেও তাঁর কোন সন্ধান মেলেনি। সাগরদীঘিতে এই ঘটনা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। দেওয়ালে ক্যাশিয়ার ও বিডিওর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বেশ কিছু পোষ্টারও আমাদের চোখে পড়েছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বিডিওর উদাসীনতা ছাড়া এত টাকা তছনছ করা সম্ভব নয়। সরকারী সাহায্যের বহু টাকা নয়ছয়ের ঘটনা বিডিওর নজরে এনেও কোন প্রতিকার হয়নি। আরোও অভিযোগ, বিডিও নন্দদুলাল ভকত বহরমপুর থেকে যাতায়াত করেন। ফলে তিনি অফিসের কাজকর্ম ঠিকমত নজর দেন না বা সময় মতো অফিসে আসেন না। তিনি স্থানীয় বিধায়কের খুব কাছের মানুষ, তাই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের অভিযোগকে কোন দিনই আমল দেওয়া হয়নি। গ্রামবাসী সূত্রে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ফরাক্কায় রাজ্যপাল

ফরাক্কা : গত ২৪ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নুরুল হাসান মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি স্থানের সঙ্গে এখানেও আসেন। রাজ্যপাল ফরাক্কার কনট্রোল টাওয়ার থেকে ব্যারেজের জলাধার দেখেন। পরে লঞ্চযোগে নিশিন্দ্রা গ্রামে যান। সেখানে স্থানীয় সি পি এম পার্টি ও ভারত সেবাশ্রমের যৌথ সহযোগিতায় ৫০টি দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। ওখান থেকে এন টি পি সিতে আসেন। সেখানে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ওখানকার কিছু জায়গা পরিদর্শন করেন।

ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি

বরুণ রায়

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু, অশিক্ষিত, শান্তিপ্রিয়। যুগ যুগ ধরে সমাজের উপর তলার মানুষ নানাভাবে তাদের শোষণ করে এসেছে। তবে আগেকার দিনের গ্রাম্য-সমাজ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে একটা পারিবারিক আবহাওয়া সেখানে বজায় ছিল। গ্রামের বিপদে আপদে উৎসবে আনন্দে সকলেই মিলিতভাবে সাড়া দিত। বিদেশী ইংরাজ শাসকদের আমলে এই আত্মনির্ভর গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত এসে পড়ল। ইংরাজের শাসন ও শোষণের যন্ত্র যতই এদেশে কায়েমী হয়ে বসতে লাগল ততই আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি ও যুগলালিত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ শিথিল হতে লাগল। ইংরাজ শাসক তাদের নিজেদের প্রয়োজনমাফিক এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলল। সৃষ্টি করল তাঁবেদার জমিদার-জোতদার ও অনুগত মধ্যবিত্তশ্রেণী। তবু বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আলোড়ন এবং তজ্জনিত সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রবল ঢেউ ভারতীয় চেতনায় এসে আঘাত করেছে। ইংরাজ তাকে আটকে রাখতে পারেনি। ঊনবিংশ শতকে আমাদের দেশে নব-জাগরণের জোয়ার এল, আত্মসমীক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাল। বিদেশী শৃঙ্খল মোচন করে ঐক্যবদ্ধ সুখী স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ার জন্য এই শতকের গোড়ায় বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা ঘর ছেড়ে পথে নামল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সে দিনের প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চরিত্র ও আদর্শনিষ্ঠার কথা আজকের প্রজন্মের যুবক যুবতীদের কাছে অজানা থেকে গেল। সেদিন যারা বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে তারা প্রকৃত অর্থেই দেশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে সেদিনের স্বদেশীদের নিজেদের ব্যক্তিজীবনে পাওয়ার কিছু ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন তাদের ত্যাগ করেছে, চাকরী বা অর্থোপার্জনের সব পথ রুদ্ধ হয়েছে, ইংরাজের আই-বি ও পুলিশ তাদের তাড়া করে ফিরেছে, লাঠি, গুলি, ফাঁসি, অসীম নির্যাতন বা দ্বীপান্তর তাদের জন্য অপেক্ষা করেছে। মন্ত্রী, এম-এল-এ, এম পি হওয়ার স্বপ্ন তাদের ছিল না। রুট পারমিট বা লাইসেন্স জোগাড়ের ধান্দাও ছিল না। আত্মপ্রচারের ঢাক বাজানোর কল্পনা কেউ করতেন না। সে ছিল মন্ত্রগুপ্তির (২য় পৃষ্ঠায়)

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯৩ সাল

শান্তি-সংহতি-একতা

বিবিধের মাঝে মহান মিলনের এই ধ্রুপদী আদর্শ ভারতীয় জীবনে, শুধু কথিত শাস্ত্র ভাষ্য নহে, নিকষিত সত্য। ভারতবর্ষ চিরকাল ধরিয়া মিলনের এই রাখী বন্ধন রচনা করিয়া আসিয়াছে। সকল মানুষের হৃদয় তন্ত্রীতে সেই একতার, মিলনের, মৈত্রীর, সাম্যের, সৌভ্রাত্রের, ভ্রাতৃত্বের, মন্ত্রকে অনুরণিত করিয়া আসিয়াছে। একই সূত্রে সহস্রটি প্রাণকে বাঁধিবার সাধনা ভারতের জীবন সাধনা এবং জীবন চর্য্যা। একদা বিদেশী ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের চোখে ধরা পড়িয়াছিল এই সনাতন সত্যটি। আবার দশম শতাব্দীতে যখন আলবেরুণী সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষ আসিয়াছিলেন—তখনও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের সেই শাশ্বত সত্যটি—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বনিয়াদ। তাঁহার প্রত্যয় জাত এবং প্রজ্ঞানিষ্ঠ অভিমত হইল—ভারতীয় জীবনের ঐক্যের সাধনা ধর্মের ভিত্তিতে নয়। সংস্কৃতিগত মিলন মৈত্রীর মধ্যেই এই ঐক্যের মূল প্রোথিত।

মহামানবের দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানে আসিয়াছে শক হূণ দল, আসিয়াছে মোগল পাঠান। তারপর আসিয়াছে ইতিহাসের পথ ধরিয়া আরও কত কে। ভারতীয় জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে তাহারা মিশিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে—তাহাদের মত ও পথের ভিন্নতা থাকিলেও মূল লক্ষ্যের মধ্যে রহিয়াছে অভিন্নতা। বিভেদ ভুলিয়া ভারতবর্ষ একটি বিরাট হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান' হওয়া সত্ত্বেও এই ভারতবর্ষের মাটীতে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে মিলন মৈত্রীর সেতু বন্ধনের নিরলস প্রয়াস। সকল ধর্মের মৌল কথা হইল—প্রেম, করুণা এবং মৈত্রী। ইহার প্রতিক্রিয়াশীলতা হইতে জন্ম গ্রহণ করে বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মের সংকীর্ণ অনুদার চেতনা হইতে ইহার প্রজনন। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি আত্মাভিমান পরমত অসহিষ্ণুতা, এবং অন্ধ গোঁড়ামি সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সূতিকাগার। মনের জমিনে উপ্ত করে বিষবৃক্ষের বীজ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ভেদবুদ্ধি সাধারণ মানুষের অশিক্ষা কুশিক্ষার সুযোগ লইয়া, তাহাদের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারকে মূলধন করিয়া বিদ্বেষ, সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়া থাকে। কোন সুস্থ চেতনাসম্পন্ন মানুষ কখনই ইহাকে সমর্থন করেন না বা করিতে পারেন না। ধর্মে ধর্মে লড়াই, বর্ণে বর্ণে বিরোধ জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ—মনুষ্যত্বের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নহে। সবার উপরে মানুষ সত্য। পথের ও মতের পার্থক্য বৈচিত্র্য থাকিতেও পারে কিন্তু লক্ষ্য বস্তুও তো ভিন্ন নয়। ভারতবর্ষের সাধনা একের সাধনা। সেই সাধনায় কোন গণ্ডী নাই, নাই গোঁড়ামির স্থান। রবীন্দ্রনাথও একদিন বলিয়াছিলেন—"ইউরোপ সত্য সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভেতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে। হিন্দু মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডীর বাইরে যাত্রা করতে হবে।" এই গণ্ডীর বাহিরে ঘটিবে যথার্থই সকল সম্প্রদায়ের মিলন। আমাদের ভুলিলে চলিবে না নজরুলের সেই বিখ্যাত গানের কথাগুলি—'মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম/হিন্দু-মুসলমান।' আবহমান কাল হইতে এই দেশের মাটিতে এবং জলহাওয়ায় লালিত হইয়া আসিতেছে এই চিন্তাধারা এবং সত্যটি। আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ কিছু স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সকল দেশে, সকল কালেই থাকে। তাহারা মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কখনও কখনও মাথা চাড়িয়া উঠে। আমাদের সতর্ক সচেতন দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঐ সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একদিন ভ্রাতৃত্ববোধে ফাটল ধরাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল—শুধু আমাদেরই অশিক্ষা, সংকীর্ণ চিত্ততা এবং ধর্মান্ধতার গলিপথ দিয়া। আজ যখন আমরা সুসভ্য মানুষ একবিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের অপেক্ষায় রহিয়াছি তখন তাহারই প্রাক্কালে একবার উচ্চারণ করি "এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের

কার নিন্দা কর তুমি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যুগ। দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা ছিল নিত্যসাথী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগ ছিল। রাজনৈতিক কর্মীদের সম্পর্কে সারা দেশের শ্রদ্ধা ছিল। বিপন্ন ইংরাজ শাসকরা জনসাধারণকে বিপথ চালিত করার জন্য আমাদের দেশে ধর্ম, জাতপাত, আঞ্চলিকতার বিষ ছড়াতে লাগল। শিক্ষা, চাকরী, ভোটাধিকার সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার প্রচলন করে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষিকে খুঁচিয়ে তুলল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিভেদের উস্কানি দিয়ে ভারতবর্ষকে ভেঙ্গে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ার জন্য মদত দিয়েছে ধূর্ত ইংরাজ শাসকরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং তারপর বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম, নৌবিদ্রোহ, পুলিশ ধর্মঘট, ডাক-তার ধর্মঘট সবমিলে দেশে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে মহাযুদ্ধের রক্তমোক্ষনের পর ইংরাজের আর এদেশে টিকে থাকার উপায় ছিল না। গণ জাগরণের সেই উত্তাল সন্ধিক্ষণ অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সুবর্ণ সুযোগ আমাদের দিয়েছিল। গোপন অন্ধকারে শোষক ইংরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করে কোটি কোটি মানুষের চরম সর্বনাশ করে ধনিকপোষিত জহরলাল বল্লভভাইয়ের কংগ্রেস বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষ কি ঘটছে তা ভাল করে বোঝার আগেই খণ্ডিত ভারতের মসনদে আসীন হয়। বিপ্লবী কর্মীরা সেদিন এই আপোষ ও দেশবিভাগ রুখতে পারেনি। আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিও তখন বিয়াল্লিশের আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির জিন্নার দাবীকে তারা সমর্থন করেছে, গোঁড়া সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের চাঁদতারা মার্কা সবুজ পতাকার সঙ্গে শ্রমিক কিষাণের রক্তে-রাঙানো লালঝাণ্ডা একত্রে বেঁধে সভাসমিতি করেছে।

ধর্মের ভিত্তিতে অবিশ্বাস ও ঘৃণার পরিবেশে দেশবিভাগ হল। যে বিষবৃক্ষ সেদিন আমরা রোপণ করেছিলাম এই চল্লিশ বছরে তা সমাজদেহের সর্বত্র বিষবাহী শিকড় বিস্তার করেছে। এই চল্লিশ বছরে দেশের শাসকরা তাদের শ্রেণীস্বার্থে অত্যন্ত সচেতনভাবে যুবসমাজের সংগ্রামী চেতনাকে নষ্ট করে তাদের আদর্শভ্রষ্ট করে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করেছে। পত্রপত্রিকা সিনেমা টিভি সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলি খুন জখম, মারদাঙ্গা, যৌনবিকার, মাদকাসক্তির বিষ জনমনে সঞ্চার করে চলেছে। পশ্চিমের গলিত ভোগবাদী আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থসর্বস্ব জীবনবাদকে গ্রহণ করার জন্য দেশের মানুষকে প্ররোচিত করে চলেছে। ভারতবর্ষের যুগলালিত মূল্যবোধ আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত। দেশের কেন্দ্রীয় শাসকদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ভাষা ধর্ম, জাতপাত ও আঞ্চলিকতা নিয়ে সর্বনাশা জুয়াখেলা, বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনীতির অসম বিকাশ, ক্ষমতা ও শোষণের বড় হিস্যা পাওয়ার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের চরম বিপর্যয়ের মুখে টেনে এনেছে। মতলববাজ মানুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের অশিক্ষিত সরলবুদ্ধি মানুষদের ধর্ম, ভাষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি প্রীতিকে খুঁচিয়ে ভ্রাতৃঘাতী মুষলপর্ব সুরু করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে। একথা ঠিক যে উপনিবেশবাদ এবং (৩য় পৃষ্ঠায়)

নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।' নির্মোহ চেতনার উদ্ভাসিত নির্মল আলোকে দৃষ্টি এবং মননে সঞ্চিত গ্লানি, আবিলতা গোঁড়ামির অন্ধকার কাটিয়া যাউক। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতার অবসান হউক। মানুষের অন্তরে অন্তরে গড়িয়া উঠুক এই সব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দুর্গ। শ্রেয়োবোধ এবং প্রেয়োবোধে উদ্বাধিত হউক জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনগণ চিত্ততল দেশে। নজরুলের কবিতায় শুনিতে পাওয়া যায় সেই সাম্যবাদী শান্তিকামী মানুষের কণ্ঠস্বর; দেখিতে পাওয়া যায় সেই চিরন্তন সত্যের মহিমময় প্রকাশ:

'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব
সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা,
খুলে দেখ নিজ প্রাণ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম,
সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল
সকলের দেবতার।'

ভিন্নচোখে

নানান জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতিকে ঘিরে গড়ে উঠে সম্প্রদায়। জাতি-ধর্ম বর্ণ—ভাষাগত বৈসাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্নতার মধ্যে গড়ে উঠে ঐক্য। ভারতীয় সংস্কৃতির এটাই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। যখন আমরা ন্যায় নীতি—পরমত পরধর্ম বা পরভাষা সহিষ্ণুতা এই সামাজিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলি তখন আমাদের সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা গ্রাস করে। এই অসহিষ্ণুতা থেকে উদ্ভব হয় সম্প্রদায়িকতার। এ এক সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি কখনও ধর্মকে কেন্দ্র করে। কোথাও বা জাতপাত বা ভাষাকে কেন্দ্র করে। এই আপ্তবাক্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার। যত মত তত পথ। সব নদী মিশেছে সাগরে। সব ধর্ম—সব জাতি—সব ভাষার মিলনস্থল একই স্থানে। মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সন্তান। প্রেম ও ভালোবাসার কোন জাতি নাই। মনে পড়ে এ প্রসঙ্গে দেহতত্ত্বের গানের এক সুন্দর চরণ :

'দেশে দেশে একই মানুষ
নানান তাদের ধরণ
নানা রঙের গাভী দেখি
দুধের রঙ তো একই বরণ
কেন মিলনের গান গাইতে ডরাই ॥'

আজকের দিনে পরধর্ম—পরমত সহিষ্ণুতা এই মূল্যবোধটির অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। জাতপাতের সংঘর্ষে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা ঘটে। মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, ভ্রাতৃত্বের রাখীবন্ধনই হল প্রকৃত ধর্মের লক্ষ্য। এই মূল্যবোধ সমস্ত মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত করার জন্য আজ ভারতবর্ষের সমস্ত স্তরের মানুষদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধ অবশ্যম্ভাবী উপাদান।

মণি সেন

পটকার আগুনে প্রতিমা অগ্নিদগ্ধ

সাগরদীঘি : এই ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রামে গত বিজয়া দশমীর রাতে দুর্গা প্রতিমায় আগুন ধরে যায়। সংবাদে প্রকাশ, শোভাযাত্রা চলাকালীন পটকার আগুন ছিটকিয়ে এসে প্রতিমার গায়ে লাগে ও শোলার পোষাকে আগুন ধরে যায়। অনেক চেষ্টায় আগুন নিভে গেলেও প্রতিমাটি পুড়ে কালো হয়ে যায়। সেই পোড়া প্রতিমাই বিসর্জন করা হয়।

সভা—পথসভা

রঘুনাথগঞ্জ : সমস্ত বামপন্থী দলের উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে গত ২৩ অক্টোবর জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ও ২৪ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের সভাধিপতি, জঙ্গিপুরের এম, পি, স্থানীয় পুরসভার পুরপতিসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবিরা তাঁদের বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে গত ২১ ও ২২ অক্টোবর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জঙ্গিপুর শাখার উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে কেন্দ্র করে দু' পাড়ে দুটি পথসভা করা হয়।

প্রধানের ইন্তেকাল

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বড়শিমুল অঞ্চলের সি পি এম সমর্থক অঞ্চল প্রধান বদর মিঞা গত ১১ অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এতদঞ্চলের রাজনীতিতে তিনি বিশেষ চেনা মুখ। মুসলমানদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। বর্তমান সিপিএম দলের সমর্থক হিসাবেই তিনি অঞ্চল প্রধান হন। গত সাধারণ নির্বাচনে বিধানসভায় তিনি নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস (ই) হাবিবুর রহমানের কাছে পরাজিত হন। তাঁর প্রার্থী হওয়ার ফলেই বামফ্রন্টের অপর শরীক আরএসপি প্রার্থীর বিপর্যয় ঘটে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করেন। বড়শিমুল গ্রামটি পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে তাঁরই প্রচেষ্টাই চড়কায় বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় তিনি গ্রামের বাসিন্দাদের 'শামমহম্মদ' নগরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

বোমার আঘাতে খুন

ফরাক্কা : গত ২৬ অক্টোবর এই থানার শিবনগর গ্রামের কুখ্যাত ডাকাত নুরুল সেখ ওরফে কটা খুন হয়। প্রকাশ, ঐদিন সে একটি টিউবওয়েল থেকে স্নান করে বাড়ি ফেরার সময় পথে অপর পক্ষের ৩।৪টি বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলে মারা যায়। সম্প্রতি আকুড়া গ্রামের ডাকাতিতে পুলিশ তাকে খুঁজছিল।

চালু প্রেস বিক্রয়

একেবারে চলু অবস্থায় প্রেস বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগ করুন :—
সদরঘাট জেরক্স সেন্টার
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

কার নিন্দা কর তুমি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পতনোন্মুখ ধনতন্ত্রের আরজ সন্তান এই রাষ্ট্রকাঠামো ও অর্থনীতির এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। একথাও ধ্রুবসত্য যে একমাত্র সচেতন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ না গড়তে পারলে এইসব দেশব্যাপী বিষবৃক্ষের সম্পূর্ণ মূলচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তো আমাদের খুশিমাফিক চট্‌জলদি ঘটানো যাবে না। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, যোগ্য নেতৃত্ব, আদর্শনিষ্ঠ কর্মীগোষ্ঠী ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি অনেক কিছুর উপর বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সব বিষয়ে আলোচনার কোন সুযোগ নাই। এখানে আমরা মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী বামপন্থী কর্মীদের—যাঁরা বুর্জোয়া কাঠামোর ভোটের হাড়িকাঠে মাথা পেতে দিয়েছেন—তাঁদের সম্পর্কেই দু'একটি কথা বলব। আমাদের এই হতভাগ্য দেশের অশিক্ষিত, নিরন্ন, নিষ্পিষ্ট মানুষদের হয়ে যাঁরা লড়বেন তাঁদেরকে চিন্তায়, স্বভাবে এবং কাজে সেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তুলতে হবে। ত্যাগ, সেবা ও বিনয়ী ব্যবহার দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে। আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা কি তাই করছেন? যাদের জন্য তাঁরা লড়াই করছেন তাদের যখন মাথার উপর স্থায়ী আচ্ছাদন নাই তখন চারতলা পাঁচতলা চকমিলানো পার্টি অফিস হচ্ছে, মোটরে ছাড়া নেতারা চলাফেরা করেন না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে অনেকেই নিজেদের এবং আত্মীয়স্বজনদের জন্য লাইসেন্স পারমিট ব্যাঙ্কব্যালান্স, রুট পারমিট, ভাল চাকরী, সরকারী ফ্ল্যাট ইত্যাদি বাগিয়ে নিচ্ছেন। ১৯৪৭ সালে যেমন চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোররা হুড়হুড় করে এসে সব কংগ্রেসে আশ্রয় নিয়েছিল আজও তেমনি ভোটে জেতার জন্য এবং নিজেদের আঞ্চলিক দাপট বজায় রাখার জন্য বামপন্থী দলগুলি কুখ্যাত গুণ্ডা, মাস্তান, কালোবাজারী, মুনাফাখোর, চোরাচালানকারী মার্কামারা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আশ্রয় দিচ্ছে। সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে যেন তেন প্রকারেণ ভোটে জেতাই আজ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুণ্ডা মাস্তানদের রাজনৈতিক দাদারা আশ্রয় দিচ্ছেন বলেই অসাধু ঘুষখোর পুলিশ কর্মচারীরা সেই সুযোগ নিয়ে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে গোপন আঁতাত গড়ে তুলছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ত্যাগ করার জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন সভাসমিতিতে কোন বামপন্থী নেতা কি উচ্চকণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে পারছেন যে কোন চিহ্নিত সমাজবিরোধী গুণ্ডা মাস্তান কালোবাজারী চোরাকারবারীকে তাঁরা আশ্রয় দিবেন না, তাঁদের জন্য থানায় বা প্রশাসনের কাছে দরবার করবেন না, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে তাদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করবেন? সাধারণ মানুষ শান্তিপ্রিয়। তারা সাধারণতঃ কোন গোলমেলে ব্যাপারে থাকতে চায় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হোক বা খুন অথম রাহাজানিই হোক—এগুলো সাধারণতঃ কিছু মার্কামারা লোকই ঘটায় এবং জনসাধারণকে এরমধ্যে জড়িয়ে দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে শায়েস্তা করতে পারলে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার কাজ অনেকটা এগোয়। না হলে ভোট শিকারের জন্য বাজে স্তোকবাক্য ছড়িয়ে কোন লাভ নাই।

কংগ্রেস বা দক্ষিণপন্থী দলগুলি তো প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু ধনিকশ্রেণীর প্রতিভূ। তাদের কর্মীদের কাছে কেউ প্রগতিশীল বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা আশা করে না। তাদের কর্মীদের ব্যক্তিজীবনের আরাম বিলাসিতা বা জনসাধারণকে বিপথচালিত করার জন্য নানা অপচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নাই। কিন্তু মার্কসবাদী বামপন্থী বন্ধুদের কাছে দেশবাসীর অনেক প্রত্যাশা। আমার এই লেখা তাদেরকে ধিক্কৃত করার জন্য নয়। জীবনের একটা বড় অংশ বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মসমীক্ষার আলোকে সাথী বন্ধুদের কাছে এ আমার বন্ধুজনোচিত প্রত্যাশার কথা।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

শান্তির উদ্দেশ্যে পুলিশ ক্যাম্প

অর্জুনপুর : বেশ কিছুদিন থেকে ফরাক্কা থানার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক গণ্ডগোল, সংঘর্ষ, খুন, রাস্তা অবরোধ করে বাস-ট্রাক ছিনতাই, এন টি পি সি এলাকায় সমাজ বিরোধীদের হুজ্জত ঝামেলা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার জন্য এখানে একটি বিশেষ পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও অনেক নিরীহ গ্রামবাসীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যই তাদের ব্যাপক ধরপাকড় করতে হচ্ছে।

২ লক্ষ টাকার গণ্ডগোল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আরও প্রকাশ, সরকারী ঋণ প্রকল্প বা অনুদানগুলির ক্ষেত্রেও সঠিক সাহায্য মেলে না। ওখানে একটি দুষ্ট চক্র সমস্ত কিছু পরিচালনা করে। তাদের প্রভাব অফিসের উপর এত বেশি যে সৎ কর্মীরাও ভয়ে এদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পান না। সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের আওতায় নির্দিষ্ট ক্যাম্পগুলিতে কাজকর্ম সঠিকভাবে হয় না বলেও বহু অভিযোগ আছে। ক্যাম্পগুলিতে তেল, ডাল, গম ঠিকমত শিশু খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় না। অধিকাংশ গোপন পথে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। জনৈকা সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি গ্রামের ক্যাম্পগুলি পরিদর্শনে একদিনও যাননি। তিনি রঘুনাথগঞ্জ থেকে যাতায়াত করেন। কোনরকমে ব্লক অফিসে হাজিরা দিয়েই বাড়ি ফিরে আসেন। সাগরদীঘির বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এটুকু বুঝতে পারলাম—বিডিওর কর্তব্য-কর্মে অবহেলার ফলেই নাকি সাগরদীঘি ব্লক অফিসে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। তার ফলশ্রুতি এই ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার তহবিল গড়মিল। পূর্ণ তদন্ত করলে আরও বহু গাফিলতি ধরা পড়বে। তহবিল তছরূপের ঘটনায় জেলা শাসক এক প্রস্থ তদন্ত করে গেছেন। অপর দিকে একটি শক্তিশালী চক্র ও দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তদন্ত ব্যাহত করে ঘটনা চাপা দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন বলে কানাঘুঁষা শোনা যাচ্ছে। এও জানা গেল, ব্লকের ডিপ টিউবওয়েলগুলি থেকে জলকর বাবদ আদায়ের টাকা দীর্ঘ কয়েক বৎসর থেকে জমা না দিয়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তছরূপ করা হয়েছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, তছরূপের পরিমা বেড়ে ২ লাখ ১ হাজার টাকায় ঠেকেছে। সাগরদীঘির মানুষ নিরপেক্ষ তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তি দাবী করছেন।

কৃষ্ণনগর কাষ্টমস্ ধুলিয়ানে

ধুলিয়ান : গত ২২ অক্টোবর কৃষ্ণনগর কাষ্টমস্ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে স্থানীয় বিএসএফ বাহিনীর সাহায্যে এখানকার আরসাদ বিশ্বাস, দরবারী সেখ প্রভৃতি কয়েকজনের বাড়ি তল্লাসি করে প্রচুর বাংলাদেশের কাপড় ও ১০০ টিন নারকেল তেল উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত মালের দাম প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বলে কাষ্টমস সূত্রে জানা যায়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ধুলিয়ানের কাষ্টমস বিভাগ সব জেনেশুনেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। আরও কয়েকটি গোপন মজুত ভাণ্ডার আছে বলে তারা জানান।

জায়গা বিক্রয়

সোনাটিকুরী কলোনী প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন গৃহ নির্মাণ উপযোগী ১৫ শতক ফাঁকা জায়গা বিক্রয় আছে।

অনুসন্ধান করুন—

১। শ্রীদুর্লভচন্দ্র সরকার
রাণীপুর, পোঃ ঘোড়শালা

২। শ্রীরামপদ হালদার
রঘুনাথগঞ্জ, আমবাগান কলোনী
দুর্গামন্দিরের পাশে মুদিখানা দোকান

বাড়ী বিক্রয়

১৫নং ওয়ার্ডে দু কাঠা জায়গার উপর চারখানি ঘর এবং বসতবাটী নির্মাণের উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগ করুন—
মানিকচাঁদ সূত্রধর
দরবেশপাড়া কয়লা ডিপো
রঘুনাথগঞ্জ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ১০, রঘু ২৭

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার সামনে বাউণ্ডারি ঘেরা একখানি খালি জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের স্থান—
প্রশান্তকুমার রায়
(মহাবীর বস্ত্রালয়)
রায় ভবন, দরবেশপাড়া

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরা পল্লীতে (মণিবাবু ওভারসিয়ারের বাড়ীর পিছনে) মাত্র ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকায় একটি বাড়ী বিক্রয় আছে। অনুসন্ধান করুন।

মায়া রায়
প্রযত্নে ৺সনৎকুমার রায়
ইন্দিরা পল্লী
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রিডাকসন সেল

৺কালীপুজো উপলক্ষে ও খরিদদারদের বিশেষ অনুরোধে রিডাকসন সেলের সময় ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ান হ'ল।

প্রামাণিক বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

পুজো উপলক্ষে "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস" আপনাদের জানাচ্ছে একটি আনন্দ সংবাদ। আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত যাবতীয় ষ্টীল ফার্ণিচারে ৫% ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এই সুযোগে বেছে নিন আপনার পছন্দ মতো জিনিস। সব রকম ষ্টীল ফার্ণিচারে ১ বৎসরের ফ্রী সার্ভিস ও গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

সেনগুপ্ত ফারণিচার হাউস রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।